بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭, মোতাবেক ৮ তাবুক, ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন−

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (সূরা আন্-নাহাল: ১২৬)

এ আয়াতের অর্থ হলো, তোমার প্রভুর পথ পানে প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসীহতের মধ্যমে আহ্বান কর। আর তাদের সাথে যুক্তিতর্কে সেই পন্থা অবলম্বন কর যা সর্বোত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাঁর পথ থেকে যে বিচ্যুত হয়েছে তাকে সর্বাধিক জানেন। আর হিদায়াত-প্রাপ্তদের সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের জামা'ত তাদের মজলিসে শূরায় এই প্রস্তাবটি রেখেছে এবং এ বিষয়ে অনেক ভালো আলোচনাও করেছে আর সব জামা'তের মজলিসে শূরাই তবলীগের কাজ এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী স্ব-স্ব দেশের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজকে কীভাবে ব্যাপকতা দেয়া যায় অথবা উত্তম ভিত্তির ওপর কীভাবে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে বিষয়ে নিজেদের কর্মপন্থা প্রস্তাব করেছে? যুক্তরাজ্যের জামা'তও এ বছর তাদের মজলিসে শূরার আলোচ্যসূচিতে এ প্রস্তাবটি রেখেছিল। মজলিসে শূরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আলোচনার পর স্বীয় কর্মপন্থা প্রস্তাব করেছে এবং আমার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, তবলীগ-সংক্রান্ত এই পরিকল্পনাই হোক বা অন্য কোন কাজের পরিকল্পনাই হোক না কেন, মজলিসে শূরা যখনই কোন পরিকল্পনা করে তখন শূরার সদস্যদের বিভিন্ন মতামত সামনে আসে আর তারা একটি মতে উপনীত হয় বা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি একটি মতৈক্যে পৌঁছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপন্থা প্রস্তাব করে যুগ-খলীফার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। আর অনুমোদন যখন এসে যায় তখন নিজেদের পূর্ণ শক্তিসামর্থ্য ও যোগ্যতা উজাড় করে দিয়ে এর ওপর আমল করা এবং করানো মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ এবং সকল পর্যায়ের জামা'তী কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব।

অতএব তবলীগের কাজে গতিসঞ্চার বা তবলীগি কর্মকাণ্ডকে আরো বিস্তৃত করার জন্য এই যে প্রস্তাব যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরায় আলোচিত হয়েছে ও এ মর্মে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বা পৃথিবীর যে দেশেই এটি নিয়ে পরামর্শ হয়েছে এবং যুগ-খলীফার কাছ থেকে অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের

জন্য জামা'তসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা ও করানোর ক্ষেত্রে শূরার সকল সদস্য এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তার এখন সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এটি মনে করবেন না যে, এ প্রস্তাবটি যেহেতু তবলীগ সংক্রান্ত তাই শুধু সেক্রেটারী তবলীগের ওপরই এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তাবে অথবা অন্য কোন বিভাগ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব হলে কেবল সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীই এর (বাস্তবায়নের) জন্য দায়ি (তা মনে করবেন না)। নিঃসন্দেহে এটিকে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীই দায়ী হবেন, কিন্তু বিশেষ করে তবলীগ এবং তরবিয়ত বিভাগ এমন যে, এ ক্ষেত্রে জামা'তের সকল পর্যায়ের পদাধিকারীর অংশগ্রহণ করা এবং নিজের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক।

এখন যেহেতু আমি তবলীগের প্রেক্ষাপটে কথা বলতে চাই, তাই এই প্রেক্ষিতে আমি সর্বস্তরের কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, তারা যেন স্ব স্ব জামা'তে এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের জন্য সেক্রেটারী তবলীগের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে। নিজেরা এর অংশ হয়ে জামা'তের সদস্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। কোন ব্যক্তি যে পদেই থাকুন না কেন, কোন না কোনভাবে তারা তবলীগের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। আর যদি ওহদাদার বা পদধারীরা অংশ নেয় তাহলে জামা'তের সদস্যদের সামনেও দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে, আর অনেক আহমদী এমন থাকবে যারা না বলতেই বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের প্রকৃত বাণীর প্রচার কাজে নিজ থেকেই ভূমিকা রাখতে পারবে। কোন কোন বিভাগের সেক্রেটারীদের এমনিতেও তত বেশি কাজ হয় না। তারাও সময় দিতে পারেন। শুধু নিয়্যত এবং সংকল্প ও সদিচ্ছার প্রয়োজন। যাহোক ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগের কাজ হলো, যে কর্মপন্থাই নির্ধারণ করা হয়েছে তা সব স্থানীয় জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগের কাছে পৌঁছানো। আর এ বিষয়টিও নিশ্চিত করুন যে, জামা'তের এই কর্মপরিকল্পনার যে দিকগুলো (সাধারণ) সদস্যদের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যে অংশ প্রশাসনিক নয় বরং সাধারণ সদস্যের সাথে সম্পর্কিত, তা যেন প্রতিটি সদস্যের কাছে পৌঁছে যায়।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি তাতে খোদা তা'লা আমাদের যে পথনির্দেশ দিয়েছেন তা বুঝার চেষ্টা করুন আর সে অনুসারে প্রত্যেক সেক্রেটারী তবলীগ, প্রত্যেক পদধারী ও বিশেষ দা'ইয়ানে ইলাল্লাহ্ বা প্রচারকারীদের কাজ করা উচিত। আমি বিশেষ দা'ইয়ানে ইলাল্লাহ্‌র উল্লেখ বিশেষভাবে এজন্য করেছি কেননা তারা স্বয়ং নিজেদের নাম প্রস্তাব করেছেন যে, জামা'তের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে বেশি সময় ব্যয় করব। তারা যদি সময় দেন আর জ্ঞানও থাকে অথচ সেসব কথার প্রতি যদি দৃষ্টি না থাকে যা খোদা তা'লা বলেছেন, তাহলে এতে সেই আশিস ও কল্যাণ লাভ হতে পারে না এবং সেই উত্তম ফলাফল বের করা যাবে না, যা প্রকাশ করা সম্ভব হতো।

যাহোক আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সেগুলোর মাঝে প্রথমটি হলো حِكْمَةِ অর্থাৎ প্রজ্ঞা। এরপর রয়েছে مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ অর্থাৎ সুন্দরভাবে বোঝানো। এরপর বলা হয়েছে, যুক্তিতর্কের সময় এমন প্রমাণাদি উপস্থাপন কর যা সর্বোত্তম। অধুনা নামধারী আলেম

এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠি ও সংগঠনগুলো নিজেদের উন্মাদনা এবং প্রজ্ঞা ও যুক্তিশূন্য আর প্রমাণবিহীন কথার মাধ্যমে ইসলামকে এতটা দুর্নাম করেছে যে, অমুসলিম বিশ্ব মনে করে, ইসলাম নাঊযুবিল্লাহ্ একটি প্রজ্ঞাশূন্য ও অবাস্তব ধর্ম এবং নির্বোধ ও অজ্ঞদের ধর্ম, আর চরমপন্থাই হলো এ ধর্মের একমাত্র শিক্ষা। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশ বা বাণী অনুসারে তবলীগ করা এবং তবলীগের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সব আহমদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অতএব এ দায়িত্বকে সর্বপ্রথম সর্বস্তরের ওহদাদার বা পদাধিকারীদের বুঝতে হবে। গত দু'এক বছরে এসব চরমপন্থি এবং কতিপয় আলেমের কর্মকাণ্ড ইসলামকে এতটা দুর্নাম করেছে আর প্রচারমাধ্যমও এসব কথাকে এত ফলাও করে প্রচার করেছে যে, সম্প্রতি একটি জরিপ চালানো হয় যাতে ইসলাম চরমপন্থি ও নির্দয় ধর্ম কি-না আর মুসলমানরা অপছন্দনীয় কি-না সেসম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সংখ্যারিষ্ঠের উত্তর এটিই ছিল যে, ইসলাম একটি চরমপন্থি ধর্ম আর মুসলমানরা ঘৃণ্য মানুষ, আমরা চাই না মুসলমানরা আমাদের দেশে বসবাস করুক, এরা দেশের জন্য ক্ষতিকর। অথচ কয়েক বছর পূর্বেও এ সম্পর্কে যে জরিপ হয়েছিল তার ফলাফল এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি মুসলমানদেরকে ভালো মানুষ মনে করত। অতএব এমন পরিস্থিতিতে আমাদের মাঝে পরিষ্কার ধারণা জন্মানো উচিত যে, কতটা পরিশ্রমের সাথে খোদা তা'লা বর্ণিত পন্থায় আমাদের তবলীগ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তা হলো, হিকমত বা প্রজ্ঞার সাথে তবলীগ করা। হিকমত কাকে বলে? হিকমত শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, আর সফল তবলীগের জন্য হিকমতের এসব অর্থ আমাদের জানা থাকা আবশ্যক যেন তবলীগের ক্ষেত্রে আমরা এসব কথা দৃষ্টিপটে রাখতে পারি।

হিকমত শব্দের একটি অর্থ হলো, জ্ঞান। তবলীগ করার জন্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেউ কেউ বলে বসে, আর এটি তাদের অজুহাত যে, আমাদের যেহেতু জ্ঞান নেই তাই আমরা তবলীগ করতে পারব না। বর্তমান যুগে এ অজুহাতও ধোপে টিকবে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সুন্দর যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ করেছেন, আর জামা'তী সাহিত্যে এ জ্ঞান সবার জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে, যার ফলে সামান্য প্রচেষ্টাই মানুষকে যথেষ্ট জ্ঞানগত দৃঢ়তা দান করে। এছাড়া প্রশ্নোত্তরের আকারে অডিও ভিডিও তথ্যাদি রয়েছে। সেইসাথে ওয়েব সাইটসমূহও রয়েছে। তবলীগ করার সময় অনেক অ-আহমদী অথবা অমুসলিম এমন আছে যারা বলে বসে, আমাদের কাছে এখন দীর্ঘ বিতর্কের সময় নেই, এমন লোকদেরকে তখন প্যাম্ফলেটও দেয়া যেতে পারে আর ওয়েব সাইটের ঠিকানাও দেয়া যেতে পারে। অনেকেই এমন থেকে থাকে যারা আগ্রহ রাখে, কিন্তু তাদের কাছে তাৎক্ষণিক সময় থাকে না, তারা পরে তথ্য সংগ্রহ করে। অনেকে নিজেরাই আমাকে জানিয়েছে যে, তারা এভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছে। অতএব প্রথমত নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে, যেন যাদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হবে তাদের সাথে তাদের মান অনুযায়ী কথা বলা যায়। দ্বিতীয়ত আমাদের বইপুস্তক এবং ওয়েব সাইটে নির্দিষ্ট কোন স্থানে এ সব জ্ঞানগত উত্তর ও তথ্য রয়েছে, এটিও জানা

থাকা উচিত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে এবং নাস্তিকদের সাথে আলোচনার সময় তাদের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তিপ্রমাণ অনুসারে আমাদের যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

এরপর হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো, দৃঢ় ও পাকা কথা (আকরাবুল মওয়ারেদ)। এমন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন হওয়া উচিত যা নিজেই জোরালো এবং অকাট্য। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণকে প্রমাণের জন্য আমাদের আরো যুক্তিপ্রমাণের মুখাপেক্ষী হতে হবে আর এরপর সেগুলোকেও পুনরায় প্রমাণ করতে হবে। অতএব দীর্ঘ বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আপত্তি অনুসারে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণাদির ভিত্তিতে তা খণ্ডনের চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া তবলীগ বিভাগের আরেকটি কাজ হলো, পরিস্থিতি অনুসারে এমন সব আপত্তি এবং এর খণ্ডনমূলক প্রমাণাদি এক জায়গায় একত্রিত করে জামা'তসমূহে সরবরাহ করা, যেন বিভিন্ন আপত্তির জ্ঞানগর্ভ ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণভিত্তিক খণ্ডন অধিকাংশ মানুষের জন্য সহজলভ্য হয়।

হিকমত শব্দের অপর একটি অর্থ হলো, আদল বা ইনসাফ। বিতর্কের সময় এমন আপত্তি করা উচিত নয় যা উল্টো আমাদের বিরুদ্ধেই বর্তাতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়ত ও সুশিক্ষা এবং বইপুস্তক আর খলীফাদের বইপুস্তকের কারণে সচরাচর এমনটি ঘটে না। কিন্তু অপরাপর সাধারণ মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের মাঝে এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। যেসব মুসলমান আমাদের বিরোধী তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও বর্তায়। অনেক বড় বড় মানুষ রয়েছে যারা নিজেদেরকে আলেম বলে মনে করে; কিন্তু তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও বর্তাতে পারে। অতএব এদিক থেকেও তবলীগ বিভাগের উচিত এসব আপত্তি ও এর খণ্ডনগুলো একত্রিত করে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই এমনটি হয়ে আসছে, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমনসব আপত্তি করা হয় যা অন্যদের বিরুদ্ধেও যায় আর তাদের নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধেও আপতিত হয়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তখন থেকেই তাদের এসব আপত্তি খণ্ডন করে আসছেন আর তাদেরই বইপুস্তক থেকে তা দিয়েছেন। বিধর্মী ও মুসলমানদেরও তাদেরই স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থ থেকে বলেছেন যে, তোমরা যে আপত্তি করছ এটি কোন আপত্তি নয়, কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন আপত্তি পূর্বেও করা হয়েছিল।

আমি যেমনটি বলেছি, তবলীগ বিভাগের উচিত, কিছু এমন আপত্তি ছোট লিফলেটের আকারে ছাপিয়ে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা। অধিকাংশ লোককে যদি তবলীগের কাজে নিয়োজিত করতে হয় তাহলে এ বিভাগের এতটা পরিশ্রম করতেই হবে এবং খরচও করতে হবে।

অনুরূপভাবে হিকমত শব্দের একটি অর্থ হলো, সহিষ্ণুতা ও কোমলতা। অতএব তবলীগের ক্ষেত্রে কোমলতা বা নমনীয়তা এবং বিবেকবুদ্ধি খাটানো একান্ত আবশ্যক। রাগ ও উগ্রতার সাথে কথা বললে অন্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে আর তারা মনে করে, কোন যুক্তিপ্রমাণ নেই, তাই উগ্রতার

সাথে উত্তর দেয়া হচ্ছে। যে রাগ দেখায় বা উগ্রতা প্রদর্শন করে তার সাথেও কোমল ভাষায় কথা বলা উচিত। ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করে তাদেরকে নামধারী আলেমদের উগ্রতা ও চরমপন্থাই আপত্তি করার রশদ জুগিয়েছে, নতুবা শান্তভাবে কথা বলা হলে এমন অনেক আপত্তি আছে যা এমনিতেই দূর হয়ে যায়।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো, নবুয়্যত। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্ক করা এবং যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের অর্থ হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুক্তিপ্রমাণ ও এর শিক্ষা অনুসারে আমাদের তবলীগ করা উচিত। আমি দেখেছি, ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী বা আপত্তিকারীদের সামনে কুরআনী আয়াতের ভিত্তিতে যখন কথা বলা হয় তখন তাদের ওপর খুব ভালো প্রভাব পড়ে।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো, অজ্ঞতা থেকে মানুষকে দূরে রাখা। অতএব এমনভাবে কথা বলা উচিত যা অন্যদের জন্য সহজবোধ্য হয় এবং তার অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে। মহানবী (সা.)ও বলেছেন যে, মানুষের বোধবুদ্ধি অনুসারে তাদের সাথে কথা বল। **(কনযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম মিন কিসমিল আক্বওয়াল, পৃ: ১০৫, হাদীসঃ ২৯৪৬৮)**

এছাড়া এর আরেকটি অর্থ হলো, সত্য-সম্মত ও যথার্থ কথা বলা। সর্বদা সত্য এবং বাস্তবতার নিরিখে কথা বলা উচিত। অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য সত্য এবং বাস্তবতা-বিবর্জিত কথা বলা উচিত নয়। সত্যতা ও বাস্তবতা-পরিপন্থি কথা মন্দ প্রভাব ফেলে কেননা কোন না কোন সময় সত্য প্রকাশ পেয়েই যায়। তাই সর্বদা সত্য ও বাস্তবধর্মী কথা বলা উচিত।

এছাড়া স্থানকালপাত্রের নিরিখে যথাযথ যুক্তিপূর্ণ কথা বলাকেও হিকমত বলা হয়। অর্থাৎ কোন যুক্তি-প্রমাণে বিরোধীর যদি রাগান্বিত বা উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং তবলীগি আলোচনার পরিবর্তে ঝগড়া বিবাদ ও দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এমন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এমন কথা বলা থেকে বিরত থেকে, এরূপ কথা বলা ও প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত যা যথাযথও হবে আর একই সাথে অন্যের রুচিসম্মতও হবে এবং দূরত্ব বাড়ানোর পরিবর্তে কাছে টানার কারণ হবে। এক ব্যক্তি বৈঠকে কোন একটি কথা বলে, আর অন্য কোন ব্যক্তি তা শুনে এবং তার ওপর এর সুপ্রভাব পড়ে। কিন্তু তখন কথা বলার পর এটি ভেবে চুপ হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যে, কখনো সুযোগ পেলে পুনরায় এই সভায় কথা বলা যাবে, সে ঐ ব্যক্তির পিছনে পড়ে যায় এবং বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বা তাকে মানানোর চেষ্টা করে যে, আজকে মানিয়েই ছাড়ব, তোমার মানতেই হবে। যার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে যায় এবং কাছে আসা ব্যক্তিও দূরে সরে পড়ে আর প্রথম কথার ইতিবাচক যে প্রভাব পড়েছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই স্থানকালপাত্রভেদে কথা বলা তবলীগের জন্য একান্ত আবশ্যক। আর এটি এ দাবিও করে যে, তবলীগের কাজে অবিচলতা ও দৃঢ়চিত্ততার পাশাপাশি ব্যক্তিগত যোগাযোগের গণ্ডিও বিস্তৃত করা আবশ্যক। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেই অন্যের রুচি সম্পর্কে জানা যায়।

অতএব আমাদের তবলীগি কর্মকাণ্ড হওয়া উচিত নিরবচ্ছিন্ন। বছরে একবার বা দু'বার তরবীয়তি ও তবলীগি আশারা উদ্‌যাপন করলাম এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে বইপুস্তক বিতরণ করলাম আর ধরে নিলাম যে, তবলীগের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে, এমনটি হওয়া উচিত নয়।

বর্তমানে এখানে অভিবাসন প্রত্যাশী বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষ রয়েছেন। এদের অনেকে এমন আছেন যারা সুস্থসবল এবং যুবা-বয়সের আর কতক আছেন কিছুটা বয়োবৃদ্ধ। তাদের মামলার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের অধিকাংশের হাতে সময়ও আছে। বেশির ভাগ সময় তাদের কোন কাজ থাকে না। অতএব এমন সব মানুষের উচিত তারা যেন নিজেদের স্বাস্থ্য এবং বয়সের নিরিখে নিজেদেরকে তবলীগের কাজে পেশ করে। বইপুস্তক বিতরণের জন্য কম-বেশি যতটা সম্ভব সময় দেয়া উচিত। ভাষা না জানলে বইপুস্তক নিয়ে যান, ক্যাসেট ইত্যাদি নিয়ে যান। রাস্তায় যদি বইপুস্তক বিতরণ করতে হয় তাহলে এর জন্য একটি স্থায়ী পরিকল্পনা থাকা উচিত আর এসব অভিবাসন প্রত্যশীদেরকে এ কাজে লাগানো যেতে পারে। এটি পুণ্য বা সোয়াবেরও কারণ আর এতে তবলীগের দায়িত্বও পালন হবে। আর এর কল্যাণে হয়ত তাদের কেইসও দ্রুত পাস হয়ে যাবে। যাহোক স্থায়ীভাবে তবলীগের জন্য তবলীগ বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের কাছে এসব দিক-নির্দেশনা যাওয়া উচিত এবং বইপুস্তক সহজলভ্য হওয়া উচিত আর এরপর সেসব দিক-নির্দেশনা অনুসৃত হওয়া উচিত এবং এমনভাবে কথা বলা উচিত যা 'হিকমত' শব্দের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। ওহদাদারদেরও এতে যোগ দেয়া উচিত আর পুরোনো লোকদেরও অংশ নেয়া উচিত। আমি অভিবাসন প্রত্যাশীদের কথা বলেছি বিধায় কেবল তারাই এতে অংশ নিবে এমনটি হওয়া উচিত নয়। দা'ঈয়ানে খুসূসী বা বিশেষ দাঈ-ইলাল্লাহ্‌দেরও কেবল নামেমাত্র দাঈ-ইলাল্লাহ্ (প্রচারক) হলে চলবে না বরং এখন বেশি সময় দিয়ে তবলীগের ময়দানে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পৃথিবীর অবস্থার নিরিখে আমাদের এখন জগদ্বাসীকে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে যে, তোমাদের বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত হওয়ার কারণে এবং খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির কারণে এ সঙ্কটাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব একটি পথই খোলা আছে আর তাহলো, খোদার দিকে ফিরে আস এবং সত্য ধর্মের সন্ধান কর। مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ-র ভিত্তিতে তবলীগ করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা প্রজ্ঞার সাথে তবলীগ করার অর্থেও এসেছে। অর্থাৎ কোমল ভাষায় এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ভাষায় তবলীগ করা উচিত।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা, প্রজ্ঞা ও সুন্দর নসীহত এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে তবলীগের যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুসারে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর অবিচলতার সাথে তা অব্যাহত রাখা আমাদের দায়িত্ব। এর ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি নিজেই প্রকাশ করব যে, কে ভ্রষ্টতায় হাবুডুবু খাবে আর কে সঠিক পথ পাবে। এ বিষয়গুলো আল্লাহ তা'লাই ভালো জানেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'লা বলেছেন, তুমি বাহুবলে কাউকে হিদায়াত দিতে পারবে না। অবশ্য তোমাদের দায়িত্ব হলো তবলীগ করা, সত্যের বাণী প্রচার করা, সত্যের বাণী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো। ইসলামের সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় শিক্ষা অন্যদের সামনে প্রকাশ ও প্রচার করা।

তোমরা তা অব্যাহত রাখ। মানুষ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না যে, সে বলবে– সময় নষ্ট করার পরিবর্তে যার ওপর প্রভাব পড়বে তার কাছে গিয়েই আমি পয়গাম পৌঁছাব। মানুষ তো জানে না যে, কার ওপর প্রভাব পড়বে। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাকে এই জ্ঞান দেয়াই হয় নি যে, কার ওপর প্রভাব পড়বে আর কার ওপর পড়বে না। তাই খোদা তা'লার এই নির্দেশ বা উক্তি অনুসারে ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী নই যে, কেন তবলীগের ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পেল না বা কেন শতভাগ মানুষ আমাদের পয়গামে বা তবলীগে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কেবল এতটুকুই জিজ্ঞেস করবেন যে, আমরা বার্তা পৌঁছে দিয়েছি কিনা? অথবা কেন আমরা তবলীগের দায়িত্ব পালন করি নি এবং কেন খোদার নির্দেশ অনুসারে তবলীগ করি নি? কে হিদায়াত পাবে আর কে পাবে না তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। আমরা যদি স্বীয় দায়িত্ব পালন করে থাকি তাহলে অন্ততপক্ষে এ পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুর পর এ কথা বলতে পারবে না যে, আমরা তো ইসলামের সংবাদই পাই নি, আর আমরা যেহেতু ইসলামের সংবাদ পাই নি তাই আমাদের কোন দোষ নেই।

অনেকেই পয়গাম শুনে এবং বুঝেও, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন কিছু তাদের পথে বাদ সাধে, তারা সত্য গ্রহণ করে না। এই দু'দিন পূর্বেই ইউরোপের একটি দেশের মুবাল্লিগ আমাকে লিখেছেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি, যারা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, আর জার্মানিতে জলসায়ও যোগদান করেছিল এবং তবলীগ ও জলসার পুরো পরিবেশের খুবই ইতিবাচক প্রভাবও তাদের ওপর পড়েছে, বেশ কয়েকবার বয়আত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও তার (অর্থাৎ এক ব্যক্তির বয়আত গ্রহণের) পথে কোন কিছু বাদ সাধে। এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, তারা সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য পাবে কি পাবে না, কিন্তু আমরা অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি, আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছি।

তবলীগ সম্পর্কে কেউ কেউ আরো একটি কথা জিজ্ঞেস করে বা প্রশ্ন করে যে, তবলীগ করে তুমি কয়জনকে আহমদী বানিয়েছ? এছাড়া এটিও বলে যে, স্বয়ং মুসলমানরাই তোমাদেরকে মুসলমান মনে করে না। আবার এটিও জিজ্ঞেস করা হয় যে, যেভাবে তোমরা তবলীগ কর আর ইসলামের বাণী প্রচার কর সেভাবে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে কত সময় লাগবে? আর একই সাথে এটাও স্বীকার করে যে, বাহ্যত তোমাদের কথাই যুক্তি ও প্রজ্ঞাসম্মত। আমাকেও অনেকেই প্রশ্ন করে এবং বিভিন্ন জায়গায় এটি জিজ্ঞেস করে। সম্প্রতি জার্মানী সফরেও এক সাংবাদিক এই প্রশ্ন করেছে। অতএব আমাদের উত্তর সবসময় এটিই যে, আমাদের জন্য নির্দেশ হলো তবলীগ করা এবং বার্তা পৌঁছানো, আমরা তা থেকে পিছিয়ে যেতে পারি না এবং যাবও না। আমরা আমাদের কাজ করে যাব। কে হিদায়াত পাবে আর কে পাবে না এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। আমাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব রয়েছে তা আমরা পালন করে যাব। কিন্তু একই সাথে খোদার এই প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে,

আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ্। তাই আমরা এই আশায় বুক বাঁধি যে, ইনশাআল্লাহ্ আমাদের শ্রেণিই একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে!

আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এর ব্যাখ্যায় কোন কোন স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উক্তি রয়েছে। অতএব নিজের সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে যে, কীভাবে অনেক সময় ইসলাম বিরোধীরা তাঁকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাসত্ত্বেও এই আয়াতের শিক্ষা শিরোধার্য করে শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় এবং ঝগড়াবিবাদ যাতে ছড়াতে না পারে সে মর্মে তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন, এ সম্পর্কে স্বীয় পুস্তকে তিনি লিখেন:

"আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমরা কখনো উত্তর দিতে গিয়ে কোমলতা এবং নমনীয়তাকে বিসর্জন দেই নি।" (অর্থাৎ এটি কখনো হয় নি যে, আমরা কোমলতা আর নম্র ভাষণকে পরিত্যাগ করেছি) "সবসময় কোমল এবং নরম ভাষায় কথা বলেছি। অবশ্য অনেক সময় বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর ও নৈরাজ্যকর রচনা দেখে সংগত মনে করে সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমরা কিছুটা কঠোরতাকে এজন্য অবলম্বন করেছি," (অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে কঠোর হয়েছি কেননা বিরুদ্ধবাদী দুষ্ট আলেমরা এবং দুষ্কৃতিতে সীমালঙ্ঘনকারী নেতারা সাধারণ মানুষকেও উত্তেজিত করে ও খেপিয়ে তুলে। তাই এই কঠোরতা তাদেরকে উত্তর দেয়ার জন্য এবং তারা রচনায় যা লিখেছে এটি তারই অনুরূপ বা সেরূপ লেখাই আমরা লিখেছি।) "যাতে করে মানুষ এভাবে সমুচিত উত্তর পেয়ে দুর্বার উত্তেজনাকে দমন করে।" (আর এটি এজন্যও যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হলে তিনি সে উত্তর, ততটা কঠোরতার সাথেই দিয়েছেন যতটা দেয়া যায়। এর বেশি উত্তেজনা দেখানোর প্রয়োজন নেই আর এর বেশি ক্রোধান্বিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই যার ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতে পারে।) তিনি (আ.) বলেন, "আর এ কঠোরতা রিপুর তাড়নায়ও নয় এবং উত্তেজনার বশবর্তী হয়েও নয়, বরং আয়াত وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (সূরা আন্ নমল: ১২৬) এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে।" অনেক সময় কঠোর হতে হয়, তো সেই কঠোরতাও এই আয়াতের শিক্ষা অনুসারেই হয়ে থাকে। আর প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা হিসেবেই এটিকে অবলম্বন করা হয়েছে, অর্থাৎ এমনভাবে কথা বল যা সঠিক এবং স্থানকালপাত্রভেদে হয়। আর সেই মুহূর্তে বিরোধীকে অনুরূপ উত্তর দেয়াই আবশ্যক হয়ে পড়ে, এ কারণেই অনেক সময় কঠোরতাও প্রকাশ পায়; কিন্তু সার্বিক নীতি হওয়া উচিত কোমলতা প্রদর্শন। তিনি বলেন, এই আয়াতের ওপর আমল করে এটিকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে "কিন্তু এটিও সেই সময়, যখন বিরোধীদের অবমাননা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং অপমানজনক কথাবার্তা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে আর আমাদের নেতা ও মনিব এবং সমগ্র বিশ্বের গর্ব রসূল (সা.) সম্পর্কে এমন নোংরা ও দুষ্কৃতিমূলক শব্দ তারা ব্যবহার করেছে যে, এর ফলে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অতএব এমন সময় আমরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছি।" (আলবালাগ, রূহানী খাযায়েন, ১৩শ খণ্ড, পৃ: ৩৮৫)

অতএব যেখানে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় সেখানে جَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ এর অর্থ হলো দ্বিতীয় ব্যক্তি যে কর্মপন্থা অবলম্বন করে সেই একই কর্মপন্থা অবলম্বন করে কিছুটা কঠোরতার সাথে উত্তর দেয়া। অতএব মূল উদ্দেশ্য হলো অশান্তি এবং নৈরাজ্যের পথ বন্ধ করা আর সঠিকভাবে বাণী পৌঁছানো। এগুলো আবশ্যকীয় বিষয়। তিনি কখনো সেই পন্থা অবলম্বন করেন নি, যা বিরোধীরা করেছে। এর পরিবর্তে তিনি এটিও বলেছেন যে, সরকারের কথা মানা এবং আইন মেনে চলা আবশ্যক। আর অশান্তি যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্য তিনি যুক্তির ভিত্তিতেই কথা বলেছেন এবং আইনের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু যেখানে আত্মাভিমান প্রদর্শন করা আবশ্যক সেখানে তিনি আত্মাভিমানও দেখিয়েছেন।

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, جَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ আয়াতের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আমরা অধিক নমনীয় হয়ে কপটতা করে বাস্তবতা-পরিপন্থি কথাকে গ্রহণ করে নেবো। যে ব্যক্তি খোদা হওয়ার দাবি করে এবং আমাদের রসূল (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, তিনি মিথ্যাবাদী হবেন! (নাঊযুবিল্লাহ্) আর হযরত মূসার নাম ডাকাত রাখে, এমন মানুষকে কি আমরা সত্যবাদী বলতে পারি? এমন করাকে কি **'মুজাদেলায়ে হাসানা'** বলা যেতে পারে? মোটেই নয়। বরং এটি কপটাচার আর ঈমানহীনতার লক্ষণ।" **(তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, ১৫শ খণ্ড, পৃ: ৩০৫, টীকা)**

অতএব এ বিষয়গুলোর পার্থক্যও আমাদেরকে সবসময় এজন্য সামনে রাখতে হবে যে, তবলীগ করতে হবে বলে কপটতা যেন প্রকাশ না পায়। আর অন্যদের কথা শোনাতে হবে বলে আমরা যেন এতদূর না চলে যাই যে, আত্মমর্যাদাবোধই পুরোপুরি হারিয়ে যাবে! হ্যাঁ, ঝগড়াবিবাদ করা উচিত নয়। কিন্তু একটি সীমার ভেতর থেকে কখনো কখনো তাদের কথাই তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হয়। অতএব আপত্তির ক্ষেত্রে বিরোধী যেখানে সীমা ছাড়িয়ে যায় বা তাদের কথায় যদি সীমাতিরিক্ত ঔদ্ধত্য থাকে এবং নোংরা শব্দ থাকে তাহলে অনেক সময় সেখানে নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করার জন্য উত্তর দিতে হয়। অনুরূপভাবে তিনি (আ.) এটিও বলেছেন যে, নম্রতার বা কোমলতার অর্থ আদৌ এটি নয় যে কপটতা প্রদর্শন করবে আর এতটা ভয় পাবে যে, তাদের কথায় সায় দেবে এবং বাস্তবতা পরিপন্থি কথা মেনে নেবে; যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি। প্রজ্ঞা প্রদর্শন করা আবশ্যক। ভাষার কোমলতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করাও আবশ্যক কিন্তু ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করাও আবশ্যক।

অতএব এ কথাটিও সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রজ্ঞার অর্থ ভীরুতা নয় বা নিজের কাছে টানার জন্য ভ্রান্ত কথার সত্যায়ন করাকে প্রজ্ঞা বলা হয় না। উদাহরণস্বরূপ আজকাল জগত পূজারীরা স্বাধীনতার নামে এমন আইন প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি শরীয়ত আদৌ দেয় না। আর তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললে তারা বলে যে, আহমদীরাও প্রগতিশীল হওয়ার দাবি করে আর উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে কথা বলে এবং ভাব দেখায় যে, আমরা কট্টরপন্থী নই। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে এরাও কট্টরপন্থী। আর এর উদাহরণ দিতে গিয়ে মহিলাদের সাথে করমর্দনের বিষয়টি নিয়ে আসে বা

সমকামিতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। সম্প্রতি জার্মান সফরে কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছে আর আমার উত্তরে তাদের কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্যও করেছে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, বাস্তবতা কী। ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই কিন্তু যা ভুল বা যা ভ্রান্ত সেটিকে আমাদের অবশ্যই ভ্রান্ত আখ্যায়িত করতে হবে।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের এক রাজনৈতিক দলের সদস্য, যার সম্পর্কে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি পার্টির নের্তৃত্বের দৌড়ে অংশ নিবেন, তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি দলনেতা হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না কেননা, প্রথমত তিনি সমকামিতার বিরোধী এছাড়া তিনি গর্ভপাতেরও বিরোধী। তিনি বলেন, আর এই উভয় বিষয় এমন যার বিরুদ্ধে কথা শুনার মনমানসিকতা আমাদের সমাজে নেই। সমকামিতার যতটুকু প্রশ্ন আছে, কুরআন ও বাইবেল উভয় কিতাবে জাতিগত পর্যায়ে এমন পাপে লিপ্তদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভপাতকে আমরা বৈধ মনে করি। যাহোক এটি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, তিনি বুঝেন না।

অনুরূপভাবে আরেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা কয়েক মাস পূর্বে নিজ দলের নেতৃত্ব থেকে এজন্য পদত্যাগ করেছেন যে, তিনি সমকামিতার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন, এর কারণে আমি আমার বিশ্বাস এবং রাজনীতির মাঝে বিরোধ দেখছিলাম। তাই আমার জন্য উত্তম হবে নিজের ঈমান বা বিশ্বাসকে রক্ষার জন্য পার্টির নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়া।

অতএব এরা, যারা বস্তুবাদী এবং যাদের ধর্মও সঠিকরূপে বিদ্যমান নেই, তারা যদি ধর্মের খাতিরে নিজেদের জাগতিক বিষয়াদিকে উৎসর্গ করে আর কপটতা ও ভীরুতা প্রদর্শন না করে তাহলে আমরা যারা শেষ এবং চিরস্থায়ী শরীয়তের মান্যকারী, আমাদের ঈমান কতটা দৃঢ় হওয়া উচিত আর (কতটা দৃঢ়তার সাথে) জাগতিক সম্পর্কের গণ্ডিতে এবং তবলীগের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার সাথে ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে এসব কথার খণ্ডন করা উচিত। জাগতিক স্বার্থে এসব বিষয়কে ভয় পাওয়াও উচিত নয় আর তাদের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের কথায় সায় দেয়ারও প্রয়োজন নেই। প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা হলে কোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। এছাড়া পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লাও বলেছেন যে, কে হিদায়াত পাওয়ার যোগ্য তা আমি ভালো জানি। অতএব খোদা যাকে হিদায়াত দিতে চান তার হৃদয় আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং উন্মুক্ত করে দিবেন। পদধারীদের বিশেষভাবে এ দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। আমি দেখেছি তাদের পক্ষ থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি ভীরুতা প্রদর্শিত হয়। বিরোধিতার কোন পরোয়া করা উচিত নয়। বিরোধিতা তবলীগের পথই উন্মোচন করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: “মিথ্যা যত প্রবলভাবে সত্যের বিরোধিতা করে সত্যের শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, জৈষ্ঠ্য মাসে তাপমাত্রা যত বাড়ে শ্রাবণ মাসে তত বেশি বৃষ্টি হয়।” (অর্থাৎ মে-জুন মাসে গরম বা তাপমাত্রা যতটা বৃদ্ধি পায় বর্ষাকালে অর্থাৎ জুলাই-আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে যখন মৌসুমিবায়ু আসে সে সময় বৃষ্টিও অনেক বেশি হয়।) তিনি বলেন, “এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। সত্যের বিরোধিতা যত প্রবল হয় ততই তার ঔজ্জ্বল্য

প্রকাশ পায় এবং স্বীয় প্রভাব-প্রতাপ বিস্তার লাভ করে। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, যেখানে যেখানে আমাদের সম্পর্কে বেশি হৈচৈ হয়েছে সেখানেই এক জামা'ত প্রস্তুত হয়ে গেছে। আর যেখানে মানুষ কথা শুনে নীরব-নিষ্ক্রিয় থাকে সেখানে খুব বেশি উন্নতি হয় না।" **(মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১০-৩১১, এডিশনঃ ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)**

এ দৃশ্য আমরা আজও দেখতে পাই। সম্প্রতি জার্মানিতে আলজেরিয়া থেকে আগত সেখানকার এক প্রসিদ্ধ অ-আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এটি সত্য কথা যে,আলজেরিয়ায় এখন আপনাদের জামা'ত খুব কষ্টের সময় অতিবাহিত করছে। কিন্তু এই বিরোধিতার কারণে জামা'তের পরিচিতি এবং তবলীগ দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, আর মানুষ এখন জামা'ত সম্পর্কে জানে। তিনি বলেন, এই বিরোধিতার কারণে জামা'তের যে পরিচিতি লাভ হয়েছে সেটি হয়ত দশ-বিশ বছরেও আপনাদের প্রচেষ্টায় লাভ করা সম্ভব হতো না। এছাড়া সেখানকার আহমদীরাও এ কথা লিখেছে যে, পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হলেই অনেক অঞ্চল এমন রয়েছে যেখানে মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অতএব বিরোধিতা বা জগতবাসীদের কোনভাবে ভয় করা উচিত নয়। কিন্তু একই সাথে হিকমত বা প্রজ্ঞাও আবশ্যক। তবলীগের জন্য আরেকটি আবশ্যিক কথা হলো, মানুষের কথা এবং কর্মে সামঞ্জস্য থাকা। অর্থাৎ, যা বলে তা যেন মেনেও চলে। প্রজ্ঞার কথাও মুখ থেকে তখনই বের হয় এবং অন্যদের ওপর তখনই প্রভাব বিস্তার করে যখন কথা এবং কর্মে সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য থাকে।

এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেনঃ

"অনেকেই মৌলবি এবং আলেম আখ্যায়িত হয়ে মিম্বরে উঠে নিজেদেরকে রসূলের নায়েব এবং নবীর উত্তরাধিকারী আখ্যা দিয়ে বক্তৃতা করে আর বলে বেড়ায় যে, অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও পাপাচার এড়িয়ে চল। কিন্তু তাদের কর্মের স্বরূপ দেখ এবং তারা নিজেরা যা করে বেড়ায় তার ধারণা এটি থেকে করে নাও যে, তোমাদের হৃদয়ে এসব কথার কতটা প্রভাব পড়ে।" (তবলীগকারীর কথার প্রভাবও তখনই পড়বে যখন তার কথা এবং কর্ম এক হবে।) তিনি বলেন, "এমন মানুষ যদি ব্যবহারিক শক্তি বা কর্মশক্তিও রাখতো, আর মানুষকে বলার পূর্বে যদি নিজেরা আমল করতো তাহলে পবিত্র কুরআনে لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (সূরা আস্ সাফ্‌ফঃ ৩) বলার কী প্রয়োজন ছিল? এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই পৃথিবীতে কথা বলে নিজে আমল না করার লোক ছিল, আছে আর থাকবে। তোমরা আমার কথা ভালোভাবে শুন এবং ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, মানুষের কথা যদি আন্তরিক না হয় আর তাতে যদি কর্মশক্তি না থাকে তাহলে তা প্রভাব বিস্তার করে না। আমাদের রসূল মহানবী (সা.)-এর সত্যতা এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। কেননা যে সাফল্য এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের যে সৌভাগ্য তাঁর (সা.) লাভ হয়েছে এর দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর এসব কিছু এজন্য হয়েছে যে, তাঁর কথা এবং কাজে পুরো সামঞ্জস্য ছিল।" **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭-৬৮, সংস্করণঃ ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো!" (এখানে আমাদেরকেও নসীহত করছেন,) "শুধু বড় বড় শব্দ ব্যবহার করা আর ফাঁকা বুলি আওড়ানো কোন কাজে আসতে পারে না, যতক্ষণ আমল

বা ব্যবহারিক শক্তি না হবে। কেবল কথা খোদার দরবারে কোন গুরুত্বই রাখে না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (সূরা আস্ সাফ্ফ: ৪)। **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৭, সংস্করণ: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, মু'মিনের দ্বিমুখী আচরণ করা উচিত নয় (বা কপটতা থাকা উচিত নয়)। ভীরুতা এবং কপটতা তার থেকে সবসময় দূরে থাকে। নিজের কথা এবং কর্মকে সর্বদা সঠিক রাখ এবং এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি কর, যেভাবে সাহাবীরা নিজেদের জীবনে করে দেখিয়েছেন। তোমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪, সংস্করণ: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)**

আরেক জায়গায় নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "ইসলামের সুরক্ষা এবং এর সত্যতা প্রকাশ করার জন্য সর্বপ্রথম দিক হলো, তোমরা প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখাও। আর দ্বিতীয় দিক হলো, এর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর। **(মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩২৩, সংস্করণ: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)**

অতএব প্রথমে উত্তম আদর্শের ধারক হও এরপর ইসলামের তবলীগ কর, এর শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর। সুতরাং তবলীগ করার জন্য প্রথমে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে মানুষের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ না হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই কোন কিছুর প্রতি মনোযোগী হয়। আর এভাবে রীতি অনুযায়ী তবলীগ করার পূর্বেই তবলীগের পথ সুগম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সে অনুসারে চলার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৯ সেপ্টেম্বর- ৫ অক্টোবর, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৩৯, পৃ: ৫-৮)
কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত